Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XIII Issue : X, 15th January, 2024 ১লা মাঘ, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

ইংরেজি নববর্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেও শুভকামনা জানানো গেল না। বিগত বছরটি ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর পক্ষে ভালো যায়নি। আগামী বছরেও ভালো কিছু আশা করা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষে শিশু কিশোর যুবক কেউই ভালো নেই, প্রবীণদের অবস্থা তো কহতব্য নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে চারজন নাগরিকের তিনজনই যথেষ্ট খাবার পান না। খাদ্য নিরাপত্তায় ভারতের স্থান চিন, ইরান, এমনকি বাংলাদেশেরও পিছনে। শাহেনশা মোদির আমলে একদিকে কর্মহীনতা বেড়েছে, মজুরি কমেছে, অন্যদিকে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। প্রান্তিক দরিদ্র মানুষদের কথা বাদই দিলাম, শহুরে মধ্যবিত্তরাও সুখে নেই। অন্যদিকে গণতন্ত্র তথা সাংবাদিকতার উপরে আইনের ফাঁস ক্রমশই এঁটে বসছে। প্রযুক্তির প্রসার গণতন্ত্রের ভিত কে মজবুত করার বদলে ক্রমশই আলদা করে দিচ্ছে। বর্তমানে প্রযুক্তি ক্ষমতাশীনের অস্ত্র, নজরদারির উপায়। গাজায়, হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেওয়া যুদ্ধে, এখন পর্যন্ত ৬৮ জন সাংবাদিক, সংবাদ কর্মী নিহত হয়েছেন। নিজ রাজ্যে চুরিসহ যাবতীয় দুর্নীতি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সংগঠিত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সর্বোচ্চ স্তরের আধিকারিকরা কারাগারে, মন্ত্রী বা তাদের বান্ধবীদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। রাজ্যের অর্থনীতি ক্রমশই ঋণজালে জড়িয়ে পড়ছে। জনগণ অনুদানরূপী ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। কিন্তু কারো কিছু যায় আসে না। ভয়, ধর্মের উন্মত্ততা, চুরি-বাটপাড়ি, অসততা, অশালীন পুরুষকার, বেনিয়ম, খিদে, কর্মহীনতা এটাই সত্য। সবাই আমরা এক বাক্যে মেনে নিয়েছি। আমাদের ছোটবেলায় নাটকের একটা গান খুব জনপ্রিয় ছিল— 'কেউ কথা বলোনা, / শব্দ করো না / ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন / গোলযোগ সইতে পারেন না।' এটাই এখন প্রকৃত অবস্থা। এমতাবস্থায় প্রবীণদের জন্য পৃথক কিছু দাবি করতে নিজেদেরই কেমন সংকোচ বোধ হয়। শুধু আশা করি ২০২৪ যেন ২০২৩ এর পুনরাবৃত্তি না হয়।

গত বছরটা অবশ্য আমরা শেষ করেছি একটা ভালো কাজ দিয়ে। গত ২৪ ডিসেম্বর ঝিলমিল কলোনিতে আমাদের সংস্থা এবং রামরমণ ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে একটা স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছিল যেখানে শতাধিক লোকের চিকিৎসা করা গেছে। সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াও ইসিজি করা হয়েছিল এবং আমাদের ফিজিওথেরাপি ও আকুপাংচার সেন্টারের ডাক্তারবাবুরা পরিষেবা প্রদান করেছেন।

Vol : XIII Issue : X, 15th, January, 2024, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

সারান্ডার পথে

সমীর কুমার ঘোষ

প্রায় ৪৫ বছর আগে ভ্রমণ সাহিত্যিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'সাতশো পাহাড়ের দেশ— সারান্ডা' ভ্রমণমূলক বইটি হাতে পেয়ে বহুবার মনে হয়েছিল সারান্ডা জঙ্গলে যে ভাবেই হোক একবার যাব, উপভোগ করে আসব ঝাড়খন্ড-ওড়িষ্যার সীমানা লাগোয়া গা ছম্-ছম্ করা শাল-পিয়াল-মহুয়ার জঙ্গলটির আদিম সৌন্দর্য্য। বিভিন্ন কারণে সঙ্গী-সাথীর অভাবে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অপ্রত্যাশিতভাবে মানবেন্দ্র ঘোষ-এর কাছ থেকে মুঠো ফোনে প্রস্তাব এল সারান্ডা জঙ্গল ও তার আশপাশের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের। তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। সস্ত্রীক যাব। হাওড়া-বারবিল জনশতাব্দী ট্রেনে ১৩ অগাস্ট, ২০২২ বেলা পৌনে একটায় পৌঁছে গেলাম ওড়িষ্যার ঠাকুরাণী পাহাড়ের কোলে বারবিল ষ্টেশনে। এ লাইনের এটাই শেষ ষ্টেশন। ছোট্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটি আরও ছোট। ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মের বাহিরে। এটাই নাকি এই স্টেশনের নিয়ম। বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের কাছে ট্রেনে ওঠা বা নামা একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। ভেষ্টিবল কামরা হওয়ায় কামরার ভিতর দিয়ে সাত-আটটা কামরা পার হয়ে প্ল্যাটফর্মে নামার সুযোগ পেলাম। 'হোটেল আধার রিজেন্সির' গাড়ি ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমরা উঠে বসতেই দশ মিনিটে হোটেলে পৌঁছে দিল।

আমাদের দলে ছিলেন সোমা ও মানবেন্দ্র ঘোষ, সঙ্গীতা ও অভিজিৎ সিনহা, রুমা (স্ত্রী) ও আমি। হোটেলের ঘর বেশ সাজানো-গোছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তবে, বারবিলের বিদ্যুৎবাবু বড়ই চঞ্চল, বেশিক্ষণ স্থির থেকে অতিথি আপ্যায়ণ করতে পারেন না, প্রতিনিয়তই চলে তার আসা যাওয়া। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর বেরিয়ে পড়লাম মুর্গামহাদেব মন্দির, মুর্গা জলপ্রপাত, মৃগ সিঙা আদিবাসী গ্রাম ও বৈতরণী নদী দেখতে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আকাশের মুখ ভার। সারারাত ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি হয়েছে, কোথাও জল জমেনি। একে বর্ষাকাল সাথে দোসর হয়েছে নিম্নচাপ। বৃষ্টি সামান্য ধরতেই এক ঝাঁক পাখি সাদা ডানা মেলে সামনের ঠাকুরাণী পাহাড়ের গাছের উপর চক্কর কাটতে কাটতে পরিশ্রান্ত হয়ে একসময় ঝুপ করে গাছের ডালে বসে পড়ল। ঠিক তখনই মেঘটা সরে গিয়ে এক ঝলক রোদ জানালা গলে ঘরে এসে পড়ল। ভাবলাম মেঘটা হয়ত কেটে যাবে। কিন্তু, তা আর হল কই। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। তবু এরই মাঝে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ি ছুটল, যাব ঝিকিরা জলপ্রপাত। বৃষ্টিস্নাত গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় এমনকি পথের ধারে সদ্য গজান কচি ঘাস সবই সবুজে সবুজ। চারদিকে সবুজের সমারোহ। অবশ্য এমনটি হবার কথা নয়। লাল মাটির দেশ, গাড়ি চললে পথ-ঘাট, গাছপালা সবই লাল ধূলায় ভরে যায়। সদ্য বৃষ্টি হওয়ায় এখন আর তা হচ্ছে না।

বারবিল থেকে প্রায় ৯ কি.মি. পথ পেরিয়ে গাড়ি থামে বোলানি ক্যাম্প এরিয়ায় (ওড়িষ্যা)। লৌহ খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল। লাল মাটির কাঁচা পথ। গাড়ি যাবে না। গাড়ি থেকে নেমে সোয়াশো মিটার জঙ্গলময় চড়াই পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হবে ঝর্ণা তলায়। দূর থেকে গাছের ফাঁকে চন্দন বর্ণা সুন্দরী ঝিকিরার ঝাঁপিয়ে পড়ার সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে, কাছে না গেলে তার অপরূপ রূপের বাহার দেখা যাবে না। তাই আমরা কয়েকজন এগিয়ে চললাম জঙ্গলের সরু পথে। বর্ষার জলে স্ফীত ঝিকিরা কলহাস্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। তার বয়ে যাওয়া মিষ্টি মধুর কলধ্বনির ক্ষীণ আওয়াজ দূর থেকে কানে ভেসে আসে। যেন কল্পলোকের জলপরী বর্ণময় ডানা মেলে গুন গুন করে গান গেয়ে আশপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচটা ছোট ছোট নালা পেরিয়ে পৌঁছলাম গিরি নির্ঝরিনির সানুদেশে। তাকিয়ে দেখি ঝিকিরার এলোচুল থেকে জল ধারা ঝরে পড়ছে খাঁজ কাটা পাথরের বুকে। তারপর, সেই দুর্দম জলস্রোত পরিণত হচ্ছে সূক্ষ্ম জলকণায়, ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। ছড়িয়ে পড়ছে মাথায়, চোখে, মুখে। এ যেন শান্তির বারিজল। প্রকৃতিরানি আকাশ থেকে অবিরত ছিটিয়ে চলেছে তার ভক্তদের শিরে। সূক্ষ্ম বারিকণার স্পর্শে শরীর শান্ত হয়, মনে আসে প্রশান্তি। সে এক আলাদা অনুভূতি, যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। সেই সূক্ষ্ম জলকণা উড়ে এসে যেমন পড়ে আমার চোখে ঠিক তেমনই এসে পড়ে ক্যামেরার চোখে (লেন্সে)। বিশাল বনস্পতির শাখা-প্রশাখা ভেদ করে সূর্য রশ্মি এই জলকণাতে এসে মিশলেই সৃষ্টি হয় রামধনুর (Rainbow) কিন্তু, আজ আর তা সম্ভব নয় কারণ, সারাটা আকাশ জুড়ে মেঘের ছড়াছড়ি। যৌবনোন্মত্ত ঝিকিরা যেন ছোট্ট হরিণ শিশুর মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাথর থেকে পাথরে। তারপর যেন সাদা ওড়না উড়িয়ে খিল খিল করে হেসে এগিয়ে চলে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে। সদা চঞ্চলা, চির যৌবনা ঝিকিরার ছবি নিতে কয়েক পা পিছিয়ে মস্ত শিমূলের পাশে জায়গা করে নিই। ছবি তোলার পরেও তাকিয়ে থাকি সদা হাস্যময়ী মায়াবী নির্ঝরিণীর পানে। সাথীদের ডাকে ফিরে চলি। এবার সামান্য উৎরাই। নেমে আসি গাড়ির কাছে।

গাড়ি ছাড়ে। যাব কিরিবুরু ও মেঘাতুবুরুতে তারপর সারান্ডা অরণ্যে। কিরিবুরু আর মেঘাতুবুরু যমজ দুই গঞ্জ শহরের অবস্থান কাছাকাছি। বলা যায় পাশাপাশি একই শৈলশিখরে সারান্ডার জঙ্গলে। বারবিল থেকে কিরিবুরুর দূরত্ব মাত্র ২৭ কিমি। আয়রণ ওর সমৃদ্ধ অঞ্চলদুটির অবস্থান ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূমে। ভূমি পুত্র 'হো' আদিবাসী সম্প্রদায়ের 'হো' ভাষায় 'কিরি' শব্দের অর্থ হাতি আর 'বুরু' শব্দের অর্থ পাহাড় সব মিলিয়ে হাতির পাহাড়। এ সমস্ত অঞ্চলে একসময় প্রচুর হাতি বিচরণ করত তাই জঙ্গলের রাজা হাতির নামেই এমন নামকরণ। তবে, কেউ কেউ আবার ভিন্ন মত পোষণ করে 'কিরি' শব্দের অর্থ বলেন 'পোকা'। গভীর জঙ্গলে পোকামাকড়তো থাকবেই, জঙ্গলে পথ চলতে সারাক্ষণ তাদের একটানা ডাক কানে ভেসে আসে, সেই সমস্ত বিচিত্র শব্দ পথ চলতে সর্বক্ষণ কানে বাজে। আবার মেঘাতুবুরু শব্দের অর্থ হল জমাট বাঁধা মেঘেদের পাহাড়। এখানে মেঘেদের ঘনঘটা চলে অহরহ। মেঘেরা আকাশ থেকে নেমে এসে ছাতা ধরে গাছের শাখা-প্রশাখায়। মেঘাতুবুরুর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৩,২৫০ ফুট, এখন বর্ষায় দেখছি পাহাড় শীর্ষে উঁচু গাছের মাথায় যেন মেঘেরা নেমে এসে আদর করে অনবরত চুমু দিয়ে যাচ্ছে। বর্ষায়

মেঘাতুবুরুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। হয়ত, সে কারণে একে বলা হয় হয় ঝাড়খণ্ডের 'চেরাপুঞ্জী'। এই দুই আয়রণ ওর সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রধানত: মুণ্ডা, মাঝি, ওঁরাও, সোরেন, বাস্কে, তিরকি প্রভৃতি জনজাতি বাস করেন। হো, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রথা বা ধর্মীয় আচারের একটি প্রধান অঙ্গ হল গাছ পুজো করা। শুধু পুজো নয়, এদের রক্ষা করে আরণ্যক পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোও এঁদের প্রধান কর্তব্য। শাল ও করম গাছকে এঁরা অত্যন্ত পবিত্র মনে করে পুজো করেন।

মেঘাতুবুরুতে বোকারো স্টীল প্ল্যান্ট আর কিরিবুরুতে স্টল অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া (SAIL)-এর তত্ত্বাবধানে খনন করে আকরিক লোহা মিশ্রিত পাথর সংগ্রহ করে তা গুঁড়িয়ে আকরিক লোহা নিষ্কাশনের জন্য নিয়ে যাচ্ছে তাদের কারখানায়। এছাড়া সরবরাহ করছে দেশের অন্যান্য ইস্পাত প্রকল্পেও। এদিককার পাহাড়গুলোর অধিকাংশই যেন রত্নগর্ভা। কিরিবুরুর বিখ্যাত আকরিক লোহা সমৃদ্ধ পাহাড় কাটতে কাটতে বর্তমানে ওপেন কাস্ট কয়লা খনির মতো বিশাল খাদান সৃষ্টি হয়েছে। খাদারে মাটির রং-এর বৈচিত্র্য দর্শনার্থীদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বারবিলের ঠাকুরাইন পাহাড়ও আকরিক লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের মতো মূল্যবান খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ এবং তা আহরণের প্রক্রিয়া চলছে পুরোদমে। পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল এ অঞ্চলের অফুরন্ত লোহার ভাণ্ডার থেকে আকরিক লোহা সংগ্রহের ইজারা নিয়েছে SAIL। তাদের ইজারা নেওয়া জমি কাঁটা তারের বেড়ার ঘেরা। বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর শ্রমিক। শ্রমিকদের বাসস্থান, তাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য স্কুল, সকলের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, খেলার মাঠ, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গড়েছে ছোট ছোট পার্ক, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য বাজার। এছাড়া জঙ্গলময় পাহাড়ের বুকে যানবাহনকে সচল রাখার জন্য গড়েছে প্রয়োজনীয় পাকা রাস্তাঘাট। দুর্গম আরণ্যক পাহাড়ের বুকে SAIL তাদের কর্মীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে এবং এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে সচল রাখার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

মেঘাতুবুরু ভিউ পয়েন্ট থেকে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো ২০০ থেকে ৯০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট পাহাড়মালা দেখে নেওয়া যায়। ভিউ পয়েন্ট থেকে বহু নীচে দেখা যায় নিবীড় বনানী, সামনে, বাঁয়ে, ডাইনে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নেওয়া যায় সবুজ পাহাড় তরঙ্গের মেলা। এক ঝলক দেখে নেওয়া যায় সাতশো পাহাড়ের দেশ সারান্ডাকে। দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের সারি। ছোট, বড় অসংখ্য সবুজ বনানীতে ঢাকা। প্রকৃতির এই প্রশান্ত রূপ দেখতে দেখতে মনপ্রাণ কোন অসীমতায় হারিয়ে যায়।

কিরিবুরু, মেঘাতুবুরুর আকরিক লোহার ভাণ্ডারগুলোর সবই পড়েছে ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায়। এখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে আমরা পথ ধরি সারান্ডা অরণ্যের— ফল্‌কোবাদের। বারবিল থেকে ফল্‌কোবাসের দূরত্ব প্রায় ৬০ কি.মি.। সিংভূম জেলার এই বিশাল জঙ্গলটিকে চারটি ডিভিশনে ভাগ করা হয়েছে যথা— সারান্ডা, পোরহাট, কোলাহান আর চাঁইবাসা। চাঁইবাসা শহরে ইতিমধ্যে দুবার ঘুরে এসেছি, সারান্ডা জঙ্গলে এই প্রথম। চাঁইবাসা থেকে সারান্ডার দূরত্ব প্রায় ৮০ কি.মি.। সারান্ডা প্রায় ৮২০ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত। হো ভাষায় সারান্ডা কথাটির অর্থ 'সাতশো পাহাড়ের দেশ'। কারও মতে এ অঞ্চলে পাহাড় আছে

৮০০টি। এই আদিম অরণ্যটি বিখ্যাত এর শাল গাছের জন্য। শাল গাছের ঘনত্বর জন্য নয়, কেবলমাত্র বিশাল বপু ও প্রাচীনত্বের জন্য। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় সমগ্র এশিয়া মহাদেশেও এর থেকে বড় শাল গাছ (Shorea Robusta) আর কোথাও জন্মায় না। যা ঝাড়খণ্ডের গর্ব। জামশেদপুর থেকে সারান্ডার দূরত্ব প্রায় ৬০ কি.মি.। এই জঙ্গলের শাল গাছ তার বিশাল আকৃতির জন্য তরাই অঞ্চলের (শিলিগুড়ি) শাল গাছকে হার মানিয়েছে অনায়াসে। এর বিশাল আকৃতের একটু আভাস দিই তাহলেই ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে— কলকাতার টাউন হল বা জি.পি.ওর থামের মত মোটা আর উচ্চতায় অক্টরলোনি মনুমেন্ট অধুনা শহীদ মিনারকেও ছাপিয়ে যায়। পথের ধারে এধরনের বিশালাকৃতি বহু গাছ দেখেছি, গভীর জঙ্গলে হয়ত এর থেকেও বৃহৎ গাছের সন্ধান পাওয়া যাবে। তবে, এই পূর্ণতা লাভ করতে এদের একশো থেকে সোয়াশটি বসন্ত পার করতে হয় তবেই প্রাপ্তি ঘটে এমন বিপুল চেহারার। এ জঙ্গলের অন্যান্য প্রধান গাছ হল— আসান (গাছের থেকে নামকরণ হয় আসানসোল), সেগুন, করম, পিয়াশোল ছাড়া রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, মহুয়া, নিম, কাপাস, কেরাঞ্জি, কেন্দু, শিসম, বহেড়া, কুসুম (তেল হয়), শিমূল, বাঁশ এরকম আরও কত কি। একরকম ঘাস জন্মায় নাম "সবাই" ঘাস যা পাকিয়ে শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ঘাস কাগজ প্রস্তুত কারখানায় সরবরাহ করা হয় কাগজ প্রস্তুতের জন্য। পথের দুপাশে বিশাল বপুর গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের দরুন প্রায়শঃই আকাশ নজরে আসে না। এই গভীর জঙ্গলের গা ছম্ ছম্ করা পরিবেশ অতীতে একসময় সিং দেও রাজাদের ব্যক্তিগত শিকারের স্থান হিসাবে পরিগণিত হত।

সারবদ্ধ মহীরুহের পাশ দিয়ে রাস্তা। কর্দমাক্ত গেরুয়া লাল জমা জল ঠেলে গাড়ি ছোটে ছোট নদী, নালা পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই পথে হরিণ শিশুর মতো নেচে নেচে। গাড়িতে সোজা হয়ে বসে থাকাই দায়। এ ওর গায়ে হেলে দুলে সর্বদা পড়ি। ঘুরে ঘুরে গাড়ি এগোয়। অবশেষে বেলা তিনটে নাগাদ গভীর বনানীর মাঝে থাল্‌কোবাদ পৌঁছাই। প্রশস্ত মালভূমি। থাল্‌কোবাদের পথে পড়ে ঘন শালের জঙ্গল। প্রতিটি শাল গাছ যেন আকাশ ছুঁতে চায়, তারই প্রতিযোগিতা চলছে অরণ্য জুড়ে। এরই মাঝে নজরে আসে অন্যান্য গাছের জঙ্গল। নানান আকারের গাছ। ঝাঁকড়া ডালপলা ছড়ানো নাম না জানা কত শত গাছ। বুনো আগাছা, লতাপাতায় চারদিকে যেন ফাঁদ পেতে রেখেছে। নজরে এল এক প্রকাণ্ড বট অসংখ্য ঝুড়ি নামিয়ে জঙ্গল দখলে রেখেছে। কোনো কোনো গাছ আবার বিশাল শিলা বেয়ে উঠছে এঁকে বেঁকে, মাটির থেকে যেন খাদ্য সংগ্রহ করতেই ভুলে গেছে। পাথরকে অক্টোপাশের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে যেন পাথরের সব রসটুকু শুষে নিয়ে বড় হতে চায়। আবার কোথাও মোটা লতা গাছ প্রকাণ্ড এক গাছকে অজগর সাপের মতো এমন জড়িয়ে ধরে বেড়ে চলেছে তার কোথায় শুরু, কোথায় শেষ বোঝাই দুষ্কর। একগাছ থেকে আরেক গাছকে অবলম্বন করে এরা দিব্যি বেঁচে বর্তে রয়েছে।

অরণ্যে এসে অরণ্যের মানুষের কথা না বললেই নয়। জঙ্গলের গভীরে থাল্‌কোবাদে (১৮০০ ফুট) অধিবাসী গ্রাম রয়েছে। এখানে প্রতিটি ঘর খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা বন্য জানোয়ারদের উপদ্রব বা আক্রমণ

থেকে রক্ষা পেতে। অরণ্যের আদিবাসী সম্প্রদায় তথা হো, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি অরণ্যের সন্তানরা জঙ্গলের মধু, মাসরুম, মহুয়া, শাল পাতা, শিয়াল পাতা, জঙ্গলের ফুল-মূল, নানারকম গাছের বীজ, কাঠ, সাবাই ঘাস, কুসুম, পলাশ, তেঁতুল, নানারকম ফুল ও অমূল্য বনৌষধির গাছ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বলা যায় জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই এদের জীবন ও জীবিকা।

সারান্ডা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দুটি নদী কারো ও কোয়েল। গেরুয়া জলে স্ফীত কারোর দর্শন পেয়েছিলাম ফুলবাড়ি জঙ্গল অভিযানে গিয়ে। গহন অরণ্যে রয়েছে হাতি, বন্য শূকর, শম্বর, চিতল হরিণ, বাদামী ভালুক ও গৌড়, লেপার্ড থাকলেও এদের দর্শন অতি দুর্লভ। বাঘের দেখা আজ আর তেমন না পাওয়া গেলেও একদা এরা এখানে স্বমহিমায় বিরাজ করত তার প্রমান পাওয়া গেছে। ২৮টি স্তন্যপায়ী জীব ছাড়াও ৬০টি প্রজাতির পাখির দর্শন মেলে এই জঙ্গলে তবে, ঘোর বর্ষার কারণে ডাক বা দর্শন আমরা পাইনি।

থাল্‌কোবাদ-এর পুরানো ভঙ্গুর ওয়াচ্ টাওয়ারের পাশে নতুন ওয়াচ্ টাওয়ার তৈরি হয়েছে। ঘন গাছের আধিক্যে টাওয়ার থেকে জঙ্গলের মধ্যে তেমন দৃষ্টি চলে না। ওয়াচ্ টাওয়ারের কাছে রয়েছে ভালুক গুম্ফা। ছোট গুহা। ভালুক বা অন্য ছোট প্রাণী আশ্রয় নিতে পারে। ওয়াচ্ টাওয়ারের পাদদেশে কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে আসি বারবিলে।

পুনশ্চ : বারবিলের যে হোটেলে আমরা ছিলাম ওরাই গাড়ি ও জঙ্গল সাফারীর অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিল। হোটেলের নাম ভ্রমণ কাহিনীর শুরুতেই বলা আছে।

কবির কাছে প্রার্থনা

মৃণাল দত্ত

আমার সব ইচ্ছেগুলো মৃত্যু শয্যায়
সব চঞ্চলতা বসে আছে মৌনী বকের মতো
ঘুমুতে ভালো লাগে না
জেগে থাকা ভালো লাগে না
এমনকি পড়ুয়া আমি বই খুললেই তন্দ্রালু চক্ষু

কবি
তোমার বজ্রলেখায় এনে দাও
বিশুদ্ধ বিশল্যকরণী
আমাকে জাগিয়ে দাও

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

মৃণাল দত্ত

এই শরৎসন্ধ্যায় হিম পড়ছে কলকাতায়
রাস্তাঘাটে নবসাজে সজ্জিত মনুষ্যদল
তারা প্রতিমা দর্শনে ব্যস্ত

অন্যদিকে ইজরায়েলের আক্রমণ
গাজায় প্যালেস্তাইনে
অসংখ্য শিশু মৃত, মৃত নারী পুরুষ
বোমায় বোমায় ধ্বংস করতে চাইছে গাজা

আমরা বহুদূরে শান্তিতে বসে আছি
সকালের কাগজে রাতের টিভিতে শুধুই ধ্বংসচিহ্ন।
সভ্যতার শুভ বার্তা যাঁরা দিয়েছেন
রমা রঁলা রবীন্দ্রনাথ সবই কি বৃথা?
যুদ্ধের আয়োজন থামে না। তাই
ইজরায়েলকে উস্কানি দেয় আমেরিকা
আমার দেশ
এই উলঙ্গ সভ্যতাকে প্রতিরোধ করে
আমরা তো নিভৃতে শান্তির কথা বলি
একটি দেশ পুড়ে যাচ্ছে, মানুষ মরছে
মানবিকতার ধ্বংস চিহ্ন সারা দেশে...
জাগো মানুষ জাগো
সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা না করলে
এই বীভৎস যুদ্ধ চলবে পৃথিবীতে
কণ্ঠে কণ্ঠে আওয়াজ তোলো
সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক
পৃথিবীতে শান্তি আসুক।

ঈশ্বরের বরপুত্র

মৃণাল দত্ত

শেষমেশ আমাদের দেশে ঈশ্বরের বরপুত্র
কুমারী মায়ের সন্তান ঈশ্বরের পুত্র যিশু
দেবতাদের ঔরসে পঞ্চ পাণ্ডব। এবার
স্বয়ং ঈশ্বরের বরপুত্র!

আমি ঈশ্বর মানি না। বরং
শয়তানই ঈশ্বরের চেয়ে শক্তিশালী
ঈশ্বরের নিষেধ সত্ত্বেও
চতুরালিতে আদিম কন্যাকে তিনি
আপেল খাইয়েছেন
প্রথম মানবমানবীর অনাদৃত দেহ
সাজিয়েছেন আভরণে।
এবার মানবদেহে ঈশ্বরের বরপুত্র!

পৃথিবীর মানুষেরা কত আজব ঘটনাই না শোনে!

১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ - ২০২৪ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, বিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com Website : bethunegeriatric.in